বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হস্তান্তরিত প্রযুক্তির তালিকা

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারাঃ আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান	আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিপ-২) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন বিনাধান- ৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বা সাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে। এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ১৯.৫৭ টন গমের সমতূল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ১,৯০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৬০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।
২.	গম-ভুট্টা-আমন ধান ফসল ধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি	আমন ধান কাটার সময় গোড়ায় না কেটে ২০-৩০ সে. মি. উপরে কর্তন করতে হবে। জমির জো অবস্থায় গমের জন্য অনুমোদিত মাত্রার সার ছিটিয়ে দিয়ে বপন যন্ত্রের সাহায্যে এক চাষে ৬ সারিতে বীজ বপন করা যায়। একই ভাবে গম ফসল সংগ্রহের সময় শস্য গোড়া থেকে ২০-৩০ সে. মি. উপরে কর্তন করতে হবে এবং বিনা চাষে ভুট্টা বপন করতে হবে। এইভাবে গম ও ভুট্টা চাষে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়, ভূমির উর্বরতা এবং মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে গমের ৪.০-৫.১ টন/হেঃ, ভূট্টার ৬.২-৭.০ টন/হেঃ এবং ধানের ৫.১-৬.০ টন/হেঃ ফলন পাওয়া যায়।
৩.	হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারাঃ আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান	আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিপ-২) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন বিনাধান- ৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বা সাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে। এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ২২,১৬১ কেজি গমের সমতূল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ২,২০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৭৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।